15-8-48
ন্যাশনাল
প্রোগ্রেসিভ
পিকচার্সের
নিবেদন
ভুলি নাই
কাহিনী - মনোজ বসু
প্রযোজনা ও পরিচালনা - হেমেন গুপ্ত

ন্যাশানাল প্রগ্রেসিভ পিক্‌চার্স লিমিটেডের প্রথম নিবেদন—

ভুলিনাই

কাহিনী ও সংলাপ—মনোজ বসু

প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—হেমেন গুপ্ত

ষ্টুডিও—ইন্দ্রলোক ষ্টুডিওস্‌ লিঃ
ম্যানেজার—সুবেদার
রসায়নাগার—বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরিস্‌ লিঃ

চরিত্র চিত্রণে

রাধামোহন ভট্টাচার্য	তুলসী চক্রবর্ত্তী	ধীরেশ মজুমদার
বিকাশ রায়	অনিল মিত্র	তপন মিত্র
প্রদীপ কুমার	অবনী ব্যানার্জি	আহ্লাদ বসু
শম্ভু কুণ্ডু	সত্য ব্যানার্জি	অমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
নিবেদিতা দাস	হিরণ সেনগুপ্ত	বীরেন মুখার্জি
সুদীপ্তা রায়	হরিমোহণ বসু	আশালতা দেবী
সুপ্রভা মুখার্জি	শংকর সেন	কমলা অধিকারী

প্রধান চিত্রশিল্পী—অজয় কর
সম্পাদক—অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জি
প্রধান শব্দযন্ত্রী—মান্না লাডিয়া
শিল্প নির্দ্দেশক—বীরেন নাগ
সংগীত পরিচালনা—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

গান

আমি ভয় করবোনা—রবীন্দ্রনাথ
জয় হোক্‌ জয় হোক্‌—রবীন্দ্রনাথ
সাবধান সবধান—মুকুন্দ দাস
দোলো, দোলাও, "আরও দোলাও"—তড়িৎকুমার ঘোষ
"অজ্ঞানতমঃ বিদুর কারিণী"—তড়িৎ কুমার ঘোষ

অর্কেষ্ট্রা—
এইচ এম্‌ ভি
কর্ম্মসচিব—
সত্যেন বসু
তত্ত্বাবধায়ক—
সুধীর মুখার্জি

ব্যবস্থাপক—
অবনী ব্যানার্জি
বিনয় দে
মনতোষ মুখার্জি
বিশু ব্যানার্জি

আলোক সম্পাতকারী—
মনোরঞ্জন ঘোষ,
অমিয় ঘোষ
রূপসজ্জাকর—
প্রাণানন্দ গোস্বামী
স্থিরচিত্র—
ষ্টিল ফটো সার্ভিস্‌

সহকারী

পরিচালনায়—
বিকাশ রায়
কেষ্ট দাসগুপ্ত
অমর দত্ত
চিত্রশিল্পে—
বিশু চক্রবর্ত্তী
বিমল মুখার্জি
হরেন বসু
এ, রেজা

শব্দ গ্রহণে—
মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক
সংগীত পরিচালনায়—
সমরেশ রায়
শিল্পনির্দ্দেশনায়—
অবিনাশ চক্রবর্ত্তী
সম্পাদনায়—
বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জি

রূপসজ্জায়—
দেবী গোবর্দ্ধন
আলোক সম্পাতে—
চুনী
[illegible]নকড়ি
মনি
প্র[illegible]থ
অম[illegible]ন্দ্র
রমাপদ

একমাত্র পরিবেশক—অজন্তা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

স্বাধীন ভারতের ভাগ্যবান নরনারী, পিছন ফিরে নমস্কার কর অগ্নি-যুগের সর্বত্যাগী শহীদদের—ফাঁসি মঞ্চে, দ্বীপান্তরের নির্বাসনে, জেলের নিঃসঙ্গ অন্ধকারে হাসিমুখে যাঁরা প্রাণ দিলেন। জাতির নূতন ইতিহাস রচনা করলেন তাঁরা, জাতিকে নব মহিমা ও আত্মবিশ্বাসে বীর্যবান করলেন। অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকী - থেকে বীর বিপ্লবী সূর্য্যসেন — কত জনের নামই হয়তো আমরা জানি না—মশালের মত নিজেদের জ্বালিয়ে স্বাধীনতার পথ দেখিয়ে গেলেন।

১৯০৫ অব্দ। বাংলার প্রাণশক্তি বিচূর্ণিত করবার জন্য লর্ড কার্জনের সদম্ভ ঘোষণা — **Partition of Bengal is a settled fact** — বঙ্গভঙ্গ হবেই। দেশ মর্ম্মান্তিক আঘাতে জাগ্রত হল। জীবনের প্রমত্ত জোয়ার। নেতাদের কণ্ঠে প্রতিবাদের তূর্যধ্বনি। সন্ধ্যা, সঞ্জীবনী, বেঙ্গলী, হিতবাদী, যুগান্তর সংবাদ পত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে জন জাগরণের বার্ত্তা। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত রাখিবন্ধন — মাটি ভাগ করলেও মানুষ আমরা কিছুতে আলাদা হ'য়ে যাবনা। ঘরে ঘরে রামেন্দ্র সুন্দর কথিত বঙ্গলক্ষীর ব্রত — মা লক্ষী কৃপা কর — কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবোনা। বিলাতি জিনিষের বহ্ন্যুৎসব।

বন্দেমাতরম্ বলা নিষিদ্ধ। বুকের উপর বন্দেমাতরম্ লিখে নিয়ে মিছিল বেরিয়েছে। পশু শক্তির দম্ভে ওরা লাঠি মারে, বন্দুক ছোঁড়ে। তারই মধ্য দিয়ে নিঃশঙ্ক অবিচল চলেছে মুক্তিপথ যাত্রীরা।

স্বদেশী যাত্রা, মুকুন্দ দাসের গান :—

সাবধান ! সাবধান !!

আসিছে নামিয়া ন্যায়েরি দণ্ড রুদ্র দীপ্ত মূর্তিমান।

নির্মম নিষ্পেষণে প্রতিবাদ বাঁকা পথ ধরে। বিপ্লবীদল গড়ে ওঠে। রক্তের বদলে রক্ত চাই। রক্ত সমুদ্র বিমথিত করে উদয়াচলে স্বাধীনতার সূর্য্য উঠবে। সারা ভারতে বিপ্লবের আগুন জ্বলবে এর সঙ্গে। অলস স্বপ্ন নয়, প্রাণ দিয়ে আয়োজন সার্থক করবে তারা। বোমা তৈরি হচ্ছে, বাইরে থেকে অস্ত্র আসছে ভারে ভারে, ইস্পাতের মতো ছেলের দল প্রস্তুত। কিন্তু.....

সে আয়োজন যদি পণ্ড হয়ে থাকে, তবু তাদেরই : মৃতদেহের উপর দিয়ে স্বাধীনতার সিঁড়ি উঠেছে। দেবশিশুর মত নিষ্পাপ আনন্দকিশোরকে ভুলিনি আমরা। "দেখ মাষ্টার-দা, সত্যিকার রিভলভার হাতে পেয়ে আমি অমর্যাদা করছি কিনা ?" কিশোরী রাণী—রায়বাহাদুরের বউ হয়ে চোখের জলে যে বিদায় হল বিপ্লবী দলকে সর্বনাশের মুখ থেকে বাঁচাতে।

নিষুপ্ত নগরপ্রান্তে উদ্ধত কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অজিত ফাঁসিমঞ্চে যাচ্ছে, ভুলতে পারিনা সে ছবি। দৃঢ়পদ হাস্যমুখ শুচিস্নাত মুক্তির পুণ্যবেদিতে আত্মদানের জন্য হাত বেঁধে তাকে নিয়ে চলেছে। মা ও ছেলের শেষ দেখা। "আবার এসো....." মায়ের এই যুগযুগান্তের বাণী সকল বিপ্লবী সন্তানেরই উদ্দেশ্যে। কুয়াশামগ্ন আকাশ মন্থিত করে শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে অজিতের কামনা—"আমার প্রতিটি রক্ত বিন্দু বাংলার ঘরে ঘরে যেন বিপ্লবী সন্তানের সৃষ্টি করে।" সমগ্র জাতি কান পেতে প্রতিটি প্রহর গুণেছে বিপ্লবী সন্তানদের অভ্যাগতের প্রত্যাশায়।

এঁদের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করি।

(গান)

আমি ভয় করবনা ভয় করবনা
দুবেলা মরার আগে মরবনা ভাই মরবনা
আমি ভয় করবনা ভয় করবনা
তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে
তুফান মেলে
তাইবলে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি ধরবনা
আমি ভয় করবনা ভয় করবনা
শক্ত যা তাই সাধতে হবে মাথা তুলে রইব ভবে
সহজ পথে চলবো ভেবে পাঁকের পরে পড়বোনা
ধর্ম্ম আমার মাথায় রেখে চলবো সিধে রাস্তা দেখে
বিপদ যদি এসে পড়ে ঘরের কোনে মরবনা
আমি ভয় করবনা ভয় করবনা
দুবেলা মরার আগে মরবনা ভাই মরবনা
আমি ভয় করবনা

(২)

দোলো দোলাও আরো দোলাও
এসো কাছে ঝড়ের হাওয়া ···
দোলো দোলাও
বাঁধন ভাঙ্গার নেশা তেমার ··· সেতো গভীর
বাধন ছাওযা
এসো কাছে ঝড়ের হাওয়া ··· দোলো দোলাও
দখিন হাওয়া দুলবেনা যা কণ্ঠহারে
ছোঁয়ায় তোমার দুলুক সে ফুল বারেবারে স্বপন পারে
বনের পাগল কম্পনে তার উঠুক দুলে বিফল চাওয়া
এসো কাছে ঝড়ের হাওয়া ··· দোলো দোলাও।
পাওয়ার চেয়ে মধুর যদি অতি করুণ ক্লান্ত আশা
মেঘের পরশ বাঁধুক তবে বিফলতার বাঁধুক বাসা
এসো তুমি ঘূর্ণি মেঘের ঘন কালোয়
দহণ জ্বালা আঁকাবাঁকা ক্ষণিক আলোয়
ব্যাথার স্রোতে না হয় তোমার চলুক হাসির তরী বাওয়া
এসো কাছে ঝড়ের হাওয়া ··· দোলো দোলাও।

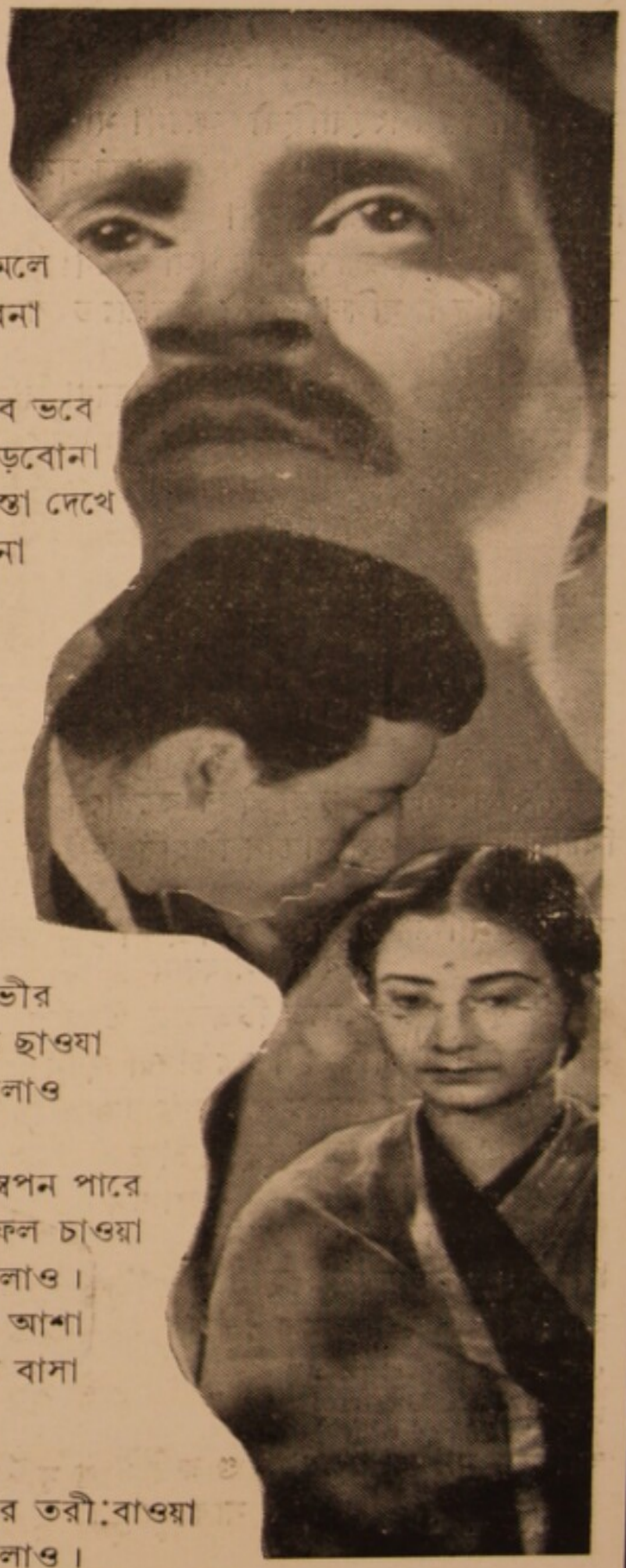

(৩)

অজ্ঞানতমঃ বিদূরকারিণী নারায়নী নমঃ নমঃ
অসুর নাশিণী সিংহবাহিনী জাগো মা
প্রলয় সমঃ
বিশালনয়না মহামায়া জাগো
জাগো চক্রিণী জয়যাত্রী জাগোমা জাগো
জাগো মা দূর্গা দক্ষিণা কালী বিদূরিতে পাপরাত্রি
জাগো
নম নম সব দুঃখতারিণী আলো ত্রিনয়ণা মাগো
ভয়বিনাশিণী সিদ্ধিদাত্রী মৃত্তিকা ভেদী জাগো
পরমেশ্বরী জাগো মহামায়া জাগো।

(৪)

সাবধান সাবধান
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্র দীপ্ত
মূর্ত্তিমান
সাবধান সাবধান
ঐ শোন তার গরজে কম্বু অম্বুধি যথা উচ্ছলে
প্রলয় ঝঞ্ঝা ইরম্মদে মৃত্যুভীষণ কল্লোলে
বিদরি আকাশ স্তব্ধ বাতাস শিহরি উঠিছে
জগৎপ্রাণ
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্র দীপ্ত মূর্ত্তিমান
সাবধান সাবধান
ভ্রুকুটি কুটিল রক্তনেত্রে চিত্রভানু উজ্জ্বলে
উঠিছে কিরিট গরিমাদীপ্ত ভেদিয়া সূর্যমণ্ডলে
অগণিত করে ঝলসে কৃপাণ তপ্ত রক্ত করিতে পান
বলদর্পিত চরণাঘাতে ত্রিভুবনভীত
কম্পমান
সাবধান সাবধান
বিশ্ব জুড়িয়া বিরাট দেহ
ভাবিছে বুঝিবা পালাবে কেহ
এখনো চরণে শরণ লহ
নতুবা নাহিরে পরিত্রাণ
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্র দীপ্ত মূর্ত্তিমান
সাবধান সাবধান

(৫

জয় হোক জয় হোক নব অরুণোদয় জয় জয়
জয় হোক্ জয় হোক্
পূর্ব্বদিগঞ্চল হোক্ জ্যোতির্ময় জয় হোক্
হোক্ জয়
নব অরুণোদয় জয় জয়
জয় হোক্ জয় হোক্
এসো অপরাজিত বাণী অসত্য হানি
অপসৃত শংকা, অপগত সংশয়
জয় জয় জয় হোক্ জয় হোক্
নব অরুণোদয় জয় জয়
জয় হোক্ জয় হোক্
এসো নব জাগ্রতপ্রাণ চিরযৌবন জয় গান
এসো মৃত্যুঞ্জয় আশা দুরন্ত নাশা
ক্রন্দন দূর হোক্ বন্ধন হোক ক্ষয়
জয় জয় জয় হোক্ জয় হোক্
নব অরুণোদয় জয় জয়
জয় হোক্ জয় হোক্

(৬)

হবে জয় হবে জয় হবে জয় রে
ওহে বীর হে নির্ভয়
হবে জয় হবে জয়
জয়ীপ্রাণ চিরপ্রাণ জয়ীরে
আনন্দগান
জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম, জয়ী জ্যোতির্ময় রে
ওহে বীর হে নির্ভয়
হবে জয় হবে জয় হবে জয় রে
এ আঁধার হবে ক্ষয় হবে ক্ষয় রে
ওহে বীর হে নির্ভয়
ছাড়ো ঘুম মেল চোখ অবসাদ দূর হোক
আশার অরুণালোক হোক্ অভ্যুদয় রে
ওহে বীর হে নির্ভয়
হবে জয় হবে জয় হবে জয় রে।

Printed by New Halftone Ltd., 1, British Indian Street, Calcutta.